১ নভেম্বর ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৬

রাজনৈতিক সহিংসতা

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও ভোট বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত

গুম

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

কারাগারে মৃত্যু

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

সভা-সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত

যথেচ্ছ আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার কারণে নাগরিকরা নিরাপত্তাহীন

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির মুখে

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকারএর কর্মকাণ্ডে বাধা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৬*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	১৩	১৭	৮	১৯	১১৯
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	০	০	১	০	৭
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	১	১	১	০	০	৮
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	১	১	১	০	৩
	মোট	৯	১২	১১	১১	৫	২৬	১৫	১৯	১০	১৯	১১৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	০	৬	২	০	১	১৬
গুম		৬	১	৯	১০	১৩	১৩	৪	৭	৩	৪	৭০
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	৫	৫	২	৫	৩	৪৯
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	৪	৩	৫	০	২৭
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১	৭	৪	৫	৩৪
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	০	০	১	১	১৯
	মোট	৭	১০	১	৬	৭	১৮	৫	১০	১০	৬	৮০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৪	৭	১	১	৪৮
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	২	৩	০	০	১৫
রাজনৈতিক সহিংসতা (স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতাও এতে অর্ন্তভুক্ত)	নিহত	৬	৫	৫০	৩৩	৫৩	২৮	১৪	২	৭	৩	২০১
	আহত	৪২৯	৫৬৬	২২৬৩	১৩৮১	১৬০৮	১০০১	৪৬২	২৬২	২১৩	১৩২	৮৩১৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	২০	২১	১৩	১৪	১৭২
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫২	৭২	৪৭	৭৩	৭২	৬৪০
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	২০	২৬	১৬	২০	১৮	১৪	২৬	৩০	২২০
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১	২	৪	৭	৪	৩৭
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	৭	২	২	২	৩	৪৩
তৈরি পোশাক শিল্প	কারখানায় আগুনে পুড়ে নিহত	০	০	০	০	৩	০	০	০	০	০	৩
	বিক্ষোভের সময় ও কারখানায় আগুনে পুড়ে আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	৪৬	২৮	১৭	১৫	২০	২৪৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার (সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেসবুকসহ অনলাইনে লেখার কারণে)		১	৪	০	১	১	১	৪	১৫	২	৪	৩৩

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩ জন নিহত এবং ১৩২ জন আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ১৩টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত এবং ৮৯ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. ত্রুটিপূর্ণ ও ভোটারবিহীন নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা চরমভাবে দুর্বৃত্তায়নে জড়িত হয়ে পড়েছেন। এই দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপকতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষের ওপর তাঁরা হামলা করছেন। সম্প্রতি ঢাকায় একজন যুবলীগ নেতার কাছে ভাড়া চাওয়ার অপরাধে একজন রিকশাচালক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, একজন ছাত্রলীগ নেতা একজন কলেজ ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করেছেন। এরই ধারবাহিকতায় সিলেটে কলেজ ছাত্রী খাদিজাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলম। এছাড়া ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলের অনেকগুলো ঘটনাও ঘটিয়েছে এবং এই সব কোন্দলের বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটেছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করতে গিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। এই রকম অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি উল্লেখ করা হলো ঃ

৩. গত ৩ অক্টোবর সিলেট সরকারী মহিলা কলেজের স্নাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খাদিজা বেগম পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে এমসি কলেজের পুকুরপাড়ে তাঁকে প্রকাশ্যে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক বদরুল আলম। খাদিজাকে কোপানোর পর বদরুল পালানোর চেষ্টা করলে অন্যান্য ছাত্ররা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে পিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় খাদিজাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই বদরুল খাদিজাকে উত্ত্যক্ত করছিল। ২০১২ সালের ১৭ জানুয়ারি খাদিজাকে উত্ত্যক্ত করার সময় স্থানীয় ব্যক্তিরা বদরুলকে ধরে পিটুনি দেয়। এর পরদিনই বদরুল তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে জালালাবাদ থানায় মারধরকারীদের জামায়ত-শিবিরের নেতাকর্মী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সেই সময় খাদিজাকে উত্ত্যক্ত করার জন্যই বদরুলকে পিটুনি দেয়া হয়েছিল, তা জেনেও পুলিশ ২০১২ সালের ৩১ মে ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। খাদিজা বেগমকে আহত করার পর চার বছর আগের সাজানো মামলাটির বিষয়ে এখন জানা যাচ্ছে। বর্তমানে বদরুল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আছে।[১]

[১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং জীবন–সংকটে খাদিজা/ প্রথম আলো ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/994393/

আহত করার পরের ছবি খাদিজা বেগম, *আগের ছবি*
ছবিঃ সংগৃহীত

৪. ঢাকার মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বাংলা কলেজ শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে গত ২ অক্টোবর কলেজ ক্যাম্পাসে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মাসুম রাজু নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী ছুরিকাঘাত হওয়াসহ অন্ততপক্ষে পাঁচজন আহত হন।[২]

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট ও ভোট বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত

৫. গত ৩১ অক্টোবর বিলুপ্ত ২২ টি ছিটমহলসহ ৩৯৯ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোটসহ অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলো ইউনিয়ন পরিষদে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করে।[৩]

পিরোজপুরের নাজিরপুরে কেন্দ্র দখল করে সোমবার ব্যালটে প্রকাশ্যে সিল মারছেন আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা, ছবিঃ যুগান্তর ১ নভেম্বর ২০১৬

[২] মিরপুর বাঙলা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ আহত ৫/নয়াদিগন্ত ৩ অক্টোবর ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/158194
[৩] ৩৯৯ ইউপিতে নির্বাচন, কেন্দ্র দখল জাল ভোট ককটেল বিস্ফোরণ আহত ৫০/ যুগান্তর ১ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/11/01/72789/

৬. নোয়াখালী জেলার ৮ উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়নের অধিকাংশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিএনপি প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে জাল ভোট দেয়।[৪] সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়নের নলদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোর চারটায় একদল দুর্বৃত্ত প্রবেশ করে প্রিজাইডিং অফিসার নুরুল আমিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ব্যালট পেপার নিয়ে সিল মারে। দুবৃর্ত্তরা ভোট কেন্দ্রে আসার তিনটি রাস্তা কেটে দেয়। পরে প্রিজাইডিং অফিসার এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করে। লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার চরমার্টিন দারুল উলুম মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোটারদের নৌকা প্রতীকে সিল মারতে বাধ্য করে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এর প্রতিবাদ করলে বিএনপির প্রার্থী আলী আহমেদের ওপর যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা চালায়। এই সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দুই জন হামলাকারীকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দেয়।[৫] পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার শাখারীকাঠি ইউনিয়নের পলাশডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনদলের বহিরাগত নেতা কর্মীরা ব্যাপক জাল ভোট দেয়।[৬] নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের ৫ টি কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ভোটারদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে নৌকায় সিল মারে।[৭]

৭. বর্তমান সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং বিভিন্ন মহলের ব্যাপক প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করা হয়। এরফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্বৃত্তায়ন। এরপর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, ভোট জালিয়াতি, সহিংসতা এবং ব্যাপক প্রানহানির ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতায় ১৪৩ জন নিহত হয়েছে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

গুম

৮. অক্টোবর মাসে এই পর্যন্ত ৪ জনের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ৪ জনের সবাইকেই পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

৯. গুম বা এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের ঘটনা ঘটছে বলে সাম্প্রতিক সময়ে ইউএন ওর্য়াকিং গ্রুপ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

---

[৪] ৩৯৯ ইউপিতে নির্বাচন, কেন্দ্র দখল জাল ভোট ককটেল বিস্ফোরণ আহত ৫০/ যুগান্তর ১ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/11/01/72789/
[৫] ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনেও কেন্দ্র দখল, জাল ভোট/নয়াদিগন্ত ১ নভেম্বর ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/166274
[৬] ৩৯৯ ইউপিতে নির্বাচন, কেন্দ্র দখল জাল ভোট ককটেল বিস্ফোরণ আহত ৫০/ যুগান্তর ১ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/11/01/72789/
[৭] ৬৮ বছর পর বিলুপ্ত ছিটমহলে ভোট উৎসব/ মানবজমিন ১ নভেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=38261&cat=2/

১০. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

১১. ১৯৯৬ সালে ১২ জুন রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার লাল্যাঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে হিল উইমেনস ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমাকে সেনা সদস্যরা ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এরপর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। গত ৭ সেপ্টেম্বর কল্পনা চাকমা অপহরন মামলার ৩৯তম তদন্ত কর্মকর্তা রাঙামাটির পুলিশ সুপার সাঈদ তারিকুল হাসান আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর আগে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়।[৮]

কল্পনা চাকমা, ছবিঃ সংগৃহীত

১২. গত ২৫ অক্টোবর ভোর আনুমানিক ৪:০০ টায় ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস সড়কের ভুটিয়ারগাতিতে পুলিশের গুলিতে মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম (৪২) নামে এক শিক্ষক এবং তারিক হাসান সজীব (৪০) নামে এক হারবাল চিকিৎসক নিহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, ২৫ অক্টোবর ভোর রাতে তিনটি মোটর সাইকেল শহরের বাইপাস সড়ক ধরে টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিল। এই সময় পুলিশ সেগুলোর গতিরোধ করার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেল আরোহীরা পুলিশের ওপর গুলি ও বোমা ছুঁড়ে মারলে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। এতে দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়। মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম কালীগঞ্জ আসাদুজ্জামান হোসনিন কেয়াবাগান আদর্শ কলেজের শিক্ষক এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ শহর শাখার আমিরের দায়িত্বে ছিলেন। জহিরুলের ভগ্নিপতি লোকমান হোসেন জানান, গত ৭ সেপ্টেম্বর ডিবি পুলিশ পরিচয়ে শহরের আলহেরা এলাকা থেকে জহিরুলকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। অন্যদিকে নিহত

[৮] '৩৯তম তদন্ত কর্মকর্তাও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিলেন, তদন্তেই ২০ বছর পার'/ প্রথম আলো ১৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1001047/

চিকিৎসক এবং জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সজীব ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা। নিহত সজীবের শ্যালক মুসা জানান, তাঁর ভগ্নিপতি ঢাকায় ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের বাড়ির পাশে হাটের রাস্তা থেকে সাদা পোশাকের লোকেরা পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এই ব্যাপারে ১৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছিল। যার নম্বর ৫৮৯ তাং ১৪/৯/২০১৬।[৯]

নিহত মো:জহুরুল ইসলাম ও তারিক হাসান সজীব, ছবিঃ নয়াদিগন্ত ২৬ অক্টোবর ২০১৬

নিহত মা:জহুরুল ইসলাম ও তারিক হাসান সজীব, ছবিঃ মানবজমিন অনলাইন, ২৫ অক্টোবর ২০১৬

১৩. গুমের ঘটনা অব্যাহত থাকায় *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং চলতে থাকা এই মারাত্মক অপরাধ বন্ধ করার জন্য ও এর সঙ্গে জড়িতদের আইনানুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি রুল জারি করলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়নি। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি বিরাজমান রয়েছে।

১৫. লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' দেলোয়ার হোসেন (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করেছে। পুলিশের ভাষ্যমতে, উত্তর কেরোয়া গ্রামের সুপারি বাগানে ডাকাত সর্দার আজগরের নেতৃত্বে ডাকাতির প্রস্তুতি চলছে বলে গোপনসূত্রে খবর পাওয়ার পর গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় সেখানে অভিযানে গেলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে দেলোয়ার হোসেন নিহত হন। তবে দেলোয়ারের বড় ভাই নূর নবী বলেন, গত ৯ অক্টোবর রাত আনুমানিক ১১

[৯] ১০ মাসে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ৭ গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার ৫ জনের:ঝিনাইদহে 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই জামায়াত নেতা নিহত/ প্রথম আলো, ২৬ অক্টোবর ২০১৬ / www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1007713/ ও ঝিনাইদহে বন্দুকযুদ্ধে ২ যুবক নিহত/ মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=37338&cat=9/ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনআইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

টায় সাদাপোশাকের একদল লোক তাঁর ভাইকে বাড়ির কাছে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। ভোরে জানা যায় যে, সে নিহত হয়েছে।

দেলোয়ার হোসেন, ছবি: দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ অক্টোবর ২০১৬

১৬. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে অক্টোবর মাসে ১৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৭. ১৯ জনেই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৯ জন পুলিশের হাতে, ১ জন যৌথ বাহিনীর হাতে এবং ৯ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিচয় ঃ

১৮. নিহত ১৯ জনের মধ্যে ১ জন যুবদল নেতা, ১ জন ছাত্রশিবির কর্মী, ১ জন ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সদস্য, ১ জন জেএমবি'র সদস্য, ২ জন বাম চরমপন্থী গ্রুপের সদস্য এবং ১৩ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

র‍্যাব-পুলিশের অভিযানে সন্দেহভাজন 'চরমপন্থী' নিহত

১৯. গত ৮ অক্টোবর গাজীপুরের পাতারটেক ও হাঁড়িনাল এবং টাঙ্গাইলের কাগমারা এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে ১১ জন সন্দেহভাজন 'চরমপন্থী' নিহত হয়েছেন। এছাড়া সাভারের আশুলিয়ায় র‍্যাবের আরেকটি অভিযানের সময় পাঁচতলা বাড়ির ওপর থেকে পড়ে আবদুর রহমান ওরফে নাজমুল হক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। র‍্যাবের দাবি, নিহত আবদুর রহমান ওরফে নাজমুল 'চরমপন্থীদের' অর্থ জোগানদাতা ছিলেন। গাজীপুর এবং টাঙ্গাইলে নিহত ১১ ব্যক্তির মধ্যে প্রাথমিভাবে তিনজনের নাম জানাতে পেরেছে র‍্যাব এবং পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদুল

ইসলাম আকাশ ওরফে প্রভাত, মোহাম্মদ রাশেদ মিয়া ও তৌহিদুল ইসলাম।[১০] পরবর্তীতে নিহত আরো আটজনের নাম ও প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

২০. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, চাঁদা আদায়, হামলা, নির্যাতন এবং হত্যা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর ওপরে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ও তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটককৃতদের পায়ে গুলি করছে বলে অভিযোগ

২১. বিরোধীদলকে দমন করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটককৃতদের পায়ে গুলি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রবণতাটি ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়ে এখনও অব্যাহত আছে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষও এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এইক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

২২. ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার ধোপাদিতে নাসির উদ্দিন নামে এক ট্রাক চালকের কাছ থেকে পুলিশ ঘুষ না পেয়ে তাঁর পায়ে গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাসির উদ্দিন জানান, ২০১০ সালে দায়েরকৃত দুইটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে হাজিরা না দেয়ার কারণে আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি ছিল। গত ২২ অক্টোবর তিনি বাজারে একটি দোকানে বসে থাকা অবস্থায় বারোবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তাঁকে আটক করে নিয়ে যান। এরপর ২৫ অক্টোবর রাত আনুমানিক দু'টায় বারোবাজার পুলিশ ফাঁড়ি থেকে তাঁর চোখ বেঁধে ধোপাদি বাজারে নিয়ে যেয়ে তাঁর ডান পায়ে গুলি করে পুলিশ। নাসিরউদ্দিনের স্বজনরা জানান, নাসির উদ্দিনের কাছে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে পুলিশ। দাবিকৃত ঘুষের টাকা দিতে না পারার কারণে নাসির উদ্দিনকে ফাঁড়িতে তিন দিন আটক রেখে পুলিশ তাঁকে ধোপাদি বাজারে নিয়ে পায়ে গুলি করে।[১২]

[১০] জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত ১২/ প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/997139/
[১১] ১১ জঙ্গির প্রাথমিক পরিচয় মিলেছে/ যুগান্তর ১০ অক্টোবর ২০১৬/www.jugantor.com/first-page/2016/10/10/67050/
[১২] ঘটনাস্থল কালীগঞ্জ:ঘুষ না পেয়ে পায়ে গুলি করল পুলিশ/ যুগান্তর ২৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/10/26/71108/

নাসির উদ্দিন, ছবিঃ যুগান্তর, ২৬ অক্টোবর ২০১৬

কারাগারে মৃত্যু

২৩. অক্টোবর মাসে ৩ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারনে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৪. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২৫. ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ৩ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

২৬. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সভা-সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত

২৭. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সরকার কঠোরভাবে দমন করছে। সরকার এরই মধ্যে নিবর্তনমূলক জাতীয় সম্প্রচার আইন ২০১৬, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬, পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া তৈরি করেছে যা আইনে পরিণত হলে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরো ব্যাপকভাবে খর্ব করবে। গত ৫ অক্টোবর বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ হয়েছে। এরই মধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত 'অভিযুক্তদের' বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা নজরদারী বলবৎ রয়েছে। এছাড়াও নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভিকে সরকারি ও সরকারদলীয় খবর প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নিবর্তনমূলক বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ জাতীয় সংসদে পাশ

২৮.গত ৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' পাস হয়। সংসদ কাজে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বিলটি পাসের জন্য সংসদে উপস্থাপন করেন। এই আইনানুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা এনজিওগুলোর স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন। এনজিও'র যেসব ব্যক্তি এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী তহবিল পেতেন তা এই আইনের আওতায় অব্যাহতভাবে নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। এই আইনের ৩ ধারায় বলা আছে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য কোন ব্যক্তি বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে গেলে তাঁকে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ১০(১) ধারায় বলা আছে, ব্যুরো এই আইনের অধীনে ব্যক্তি বা এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি, সময় সময় পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ২ উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরো মনিটরিং কমিটি গঠন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে, বহিঃপর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করতে পারবে। ১৪ ধারায় বলা আছে, কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পকে বিদ্বেষমূলক বা অশালীন বক্তব্য দিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে বা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, পৃষ্টপোষকতা করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে এবং দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে এনজিও বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে।[১৩] উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২৫ অক্টোবর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পর্কিত 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' রিপোর্ট প্রকাশ করার সময় জাতীয় সংসদ একটি 'পুতুল নাচের নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে' বলে মন্তব্য করার পর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 'বিদ্বেষমূলক বা অশালীন বক্তব্য ও অপরাধ' সম্পর্কিত এই বিধান এই আইনে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

২৯. এই আইনটির সমালোচনাকারীদের বিরোধিতা করে গত ১৮ অক্টোবর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এক সংবাদ

[১৩] বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬

সম্মেলনে বলেন "গণমাধ্যমের যে অধিকার আছে, এনজিওর সেটা নাই। ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন নাগরিকের জন্য। এনজিও এখানে অনেক ইনফিরিওয়র। তাদের আইন মেনে চলতে হবে ।"[১৪]

৩০. এই আইনটি নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে। কারণ এই আইনের ফলে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, দুর্নীতি এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগঠনগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। এই আইনের কারণে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব হবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সর্ম্পকিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি আইসিসিপিআরএ বাংলাদেশ একটি পক্ষরাষ্ট্র। এর অর্থ হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সংবিধানের আওতায় কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই অভিব্যক্তি প্রকাশের অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক নাগরিক যে কোন ধরনের তথ্য ও ধারনা চাওয়া, পাওয়া এবং প্রদান করার অধিকারসহ মতপ্রকাশ করার স্বাধীনতা ভোগ করবে। এদিকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত আইনটির সমালোচনাকারীদের বিরোধিতা করে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সংবিধান পরিপন্থী। কারণ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে সকল নাগরিকদের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। কোন ইনফিরিওর বা সুপিরিয়র হবার সুযোগ কারোরই নেই।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ

৩১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[১৫] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৩২. সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখার কারণে অক্টোবর মাসে ৪ জনকে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩৩. গত ৬ অক্টোবর মিলন হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নওগাঁ-৬ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলমকে নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তিকর লেখাসহ ছবি পোষ্ট করেছেন বলে নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ থানায় অভিযোগে করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাণীনগর

---

[১৪] সংবাদ সম্মেলনে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত:মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের এনজিওর নয়/ যুগান্তর ১৯ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/second-edition/2016/10/19/69485/

[১৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

থানা পুলিশ মিলন হোসেনকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করে।[১৬]

বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার

৩৪. বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গত ১৮ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই স্থানীয় কর্মী মোহাম্মদ শামীম হাসান ও মোহাম্মদ নুর হোসেন তালুকদারকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি বেল্লাল হোসেন মিলনসহ ৭ জনকে আসামী করে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২)[১৭] ও ২৫ঘ ধারায় শরণখোলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[১৮]

সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা

৩৫. সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে বাধা দিচ্ছে; মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে।

৩৬. সাম্প্রতিক বন্যার পরিস্থিতিতে গত ৫ অক্টোবর যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ভবদহ অঞ্চলে জরুরী ভিত্তিতে পানি নিষ্কাশন, খাল প্রশস্তকরণ ও সংস্কার, খাদ্যনিরাপত্তা, পূনর্বাসন নিশ্চিতকরণসহ ৬ দফা দাবিতে নওয়াপাড়ায় রাজপথ-রেলপথ অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেয় ভবদহ পানিনিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি। কর্মসূচী অনুযায়ী ওই এলাকার পানিবন্দি কয়েক হাজার নারী-পুরুষ নওয়াপাড়ায় আসেন। পথে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। নওয়াপাড়া নূরবাগ, স্টেশনবাজার, স্বাধীনতা চত্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পুলিশ আগে থেকেই নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেই জনতা নওয়াপাড়ায় পশু হাসপাতালের মোড়ে সমবেত হন এবং একটি মিছিল নিয়ে স্বাধীনতা চত্বরের কাছে পৌঁছালে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। এই সময় পুলিশ দফায় দফায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপর লাঠিচার্জ করে। পুলিশের আক্রমণে পঞ্চাশ ব্যক্তিসহ দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার অভয়নগর প্রতিনিধি চৈতন্য কুমার পাল এবং স্থানীয় জন্মভূমি পত্রিকার অভয়নগর প্রতিনিধি শেখ আতিয়ার রহমান আহত হন।[১৯]

৩৭. বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কাছে রামপালে ভারতীয় কোম্পানী ও বাংলাদেশ সরকারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে খোলা চিঠি দেয়ার জন্য গত ১৮ অক্টোবর তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে গুলশানে অবস্থিত দূতাবাস অভিমুখে মিছিল নিয়ে রওনা হয়। মিছিলটি মালিবাগ রেলক্রসিং এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও গরম পানি ছুঁড়ে তাদের

---

[১৬] প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করায় যুবক গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ৮ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/996175/ এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নওগাঁর মানবাধিকার কর্মীর সংগৃহীত তথ্য

[১৭] বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২) ধারাটি ১৯৯১ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হলেও পুলিশ এই ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

[১৮] ফেসবুকে কটূক্তি, গ্রেপ্তার ২/মানবজমিন ১৯ অক্টোবর ২০১৬/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=36406&cat=9/

[১৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং পানি সরানোর দাবি করায় রক্ত ঝরল ভবদহবাসীর/ প্রথম আলো ৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/995241/

ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এই সময় মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া হয় এবং পুলিশের হামলায় ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈকত মল্লিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি উম্মে হাবিবা বেনজির এবং নারী সংহতির কেন্দ্রীয় নেতা ফরিদা ইয়াসমিন ডলিসহ অন্তত ৩০ নেতাকর্মী আহত হন।[২০]

তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশের হামলা, ছবিঃ ডেইলী স্টার ১৯ অক্টোবর ২০১৬

তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, ছবিঃ বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির ফেসবুক থেকে নেয়া, ১৯ অক্টোবর ২০১৬

৩৮.গত ২১ অক্টোবর ময়মনসিংহের মুসলিম ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত যুক্তিতর্কের অনুষ্ঠানটিতে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষা করার অজুহাতে বাধা দেয় স্থানীয় প্রশাসন। এতে অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে যায়।[২১]

৩৯.গত ২১ অক্টোবর লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সম্মেলন চলাকালে সনি, আশরাফ ও মোহাম্মদ জহিরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থিত

[২০] তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির মিছিলে পুলিশের হামলা/যুগান্তর ১৯ অক্টোবর ২০১৬/ http://www.jugantor.com/news/2016/10/19/69292/

[২১] রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প ইস্যু:ময়মনসিংহে আলোচনা সভা করতে পারেননি আনু মুহাম্মদ/ যুগান্তর ২২ অক্টোবর ২০১৬/www.jugantor.com/news/2016/10/22/70064/

ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে সেখানে হামলা চালায়। এই সময় ১০টি মোটরসাইকেল ভাংচুর ও তিনটি মোটরসাইকেল লুট করা হয়। হামলায় চরগাজী ইউনিয়ন বিএনপি'র আহ্বায়ক মীর ফরহাদ হোসেনসহ ১০ জন বিএনপির নেতাকর্মী আহত হন।[২২]

৪০. গত ২৫ অক্টোবর সিলেটের মদনমোহন কলেজ ক্যাম্পাসে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে এক স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রথমে চিত্র প্রদর্শনী দেখতে সাধারণ ছাত্রদের বাধা দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা চিত্র প্রদর্শনীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। ছাত্রলীগের হামলায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৫/৬ জন কর্মী আহত হন।[২৩]

মদনমোহন কলেজ ক্যাম্পাসে স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে, ছবিঃ ডেইলি স্টার, ২৬ অক্টোবর ২০১৬

৪১. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কোন নাগরিকের মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হচ্ছে। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য দাবি জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে দমন করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

যথেচ্ছ আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার কারণে নাগরিকরা নিরাপত্তাহীন

৪২. ২০০৯ সালে যন্ত্রে পাঠযোগ্য পাসপোর্ট ও ভিসা (এমআরপি ও এমআরভি) প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আই আর আই এস করপোরেশন (আইরিশ) নামের একটি

[২২] রামগতিতে বিএনপির সম্মেলনে যুবলীগের হামলা আহত ১০/ মানবজমিন ২২ অক্টোবর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=36773&cat=9/
[২৩] সিলেটে রামপাল নিয়ে ছাত্রফ্রন্টের স্থিরচিত্র প্রদর্শনীতে হামলা/ মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=37403&cat=9/

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়। ২০১০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় আইরিশের কাছ থেকে আবেদনকারীর আঙ্গুলের ছাপ শনাক্তকরণের জন্য এফিস (অটোমেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম) সফটওয়্যার কেনা হয়। একই ব্যক্তি যাতে একাধিক পাসপোর্ট নিতে না পারেন, সেজন্য 'চেকব্যাক ব্যবস্থা' হিসেবে এই স্বয়ংক্রিয় আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ সিস্টেমটি ব্যবহার করা হয়। চুক্তিটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এর আওতায় মাত্র এক কোটি তথ্য আপলোড করা হয়েছে, যা এখন ক্যাপাসিটির বাইরে চলে গেছে। এটি আপগ্রেডেশন করা ছাড়া এর সক্ষমতা বাড়ানো আর সম্ভব নয়। আর আপগ্রেডেশন করতে অনেক খরচ বহন করতে হবে।[২৪]

৪৩. বায়েমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধনের ব্যাপারে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা প্রথম থেকেই বিরোধিতা করছিলেন। কারণ এই প্রক্রিয়ায় নিবন্ধন করে তা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ না করলে একজন মানুষের আঙুলের ছাপ বেহাত হয়ে যাবার সম্ভবনা থেকে যায়। এই ছাপ পরবর্তীতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ কিংবা ব্যাংকের অনিয়ম ও জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের আঙুলের ছাপ ও জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে নিবন্ধন করা হয়েছে অন্যজনের সিম। আর জালিয়াতির মাধ্যমে নিবন্ধিত এই সব সিম চলে গেছে অন্যের হাতে। এর মধ্যে ময়মনসিংহের সানকিপাড়া থেকে অবৈধভাবে বায়োমেট্রিক করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ সিমসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।[২৫]

সিম, ছবিঃ সংগৃহীত

৪৪. ২০১৫ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) নগরীর সব ভাড়াটিয়ার তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৬ সালের শুরুতে এই কাজ শুরু হয় এবং প্রত্যেকটি থানা থেকে ভাড়াটিয়াদের কাছে তথ্য চেয়ে ফরম বিতরণ করা হয়। ভাড়াটিয়াদের তথ্য ফরমের বিষয়ে গোপনীয়তার কথা বলা হলেও এই কাজ কম্পিউটার কম্পোজের কাজে যুক্ত দোকানগুলোতে ব্যবসায়ীদের দিয়ে করানো হচ্ছে। এমনকি নাগরিকদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য তৈরি করা ডিএমপি'র সিটিজেন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিআইএমএস) সার্ভারের পাসওয়ার্ডও ব্যবসায়ীদের হাতে দেয়া হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমত ভাড়াটিয়াদের তথ্য নিবন্ধন করছেন। নীলক্ষেতের সিটি করপোরেশন

[২৪] বিপর্যয়ের মুখে পাসপোর্ট/ যুগান্তর ৭ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/10/07/66213/

[২৫] অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম বাজারে/ ইনকিলাব ৪ জুলাই ২০১৬/ https://www.dailyinqilab.com/details/26818/

মার্কেটের বিভিন্ন ফটোকপি ও কম্পিউটার কম্পোজের দোকানে নিউমার্কেট থানার জন্য সংগৃহীত তথ্য ফরমগুলো সার্ভারে এন্ট্রি দিয়েছেন সেই সব দোকানের ব্যবসায়ীরা।[২৬]

৪৫. সাম্প্রতিককালে দেশের ১০ কোটি নাগরিককে মেশিন রিডেবল স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি কার্ড দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত ২ অক্টোবর থেকে এই কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নতুন এই স্মার্ট এনআইডি কার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন ১০ কোটি ভোটারের কাছ থেকে তাঁদের দুই হাতের ১০ আঙ্গুলের ছাপ, আইরিশ বা এর ছবি সংগ্রহ করবে।[২৭] প্রতিটি নাগরিকের আইরিশ এর ছবি এবং ১০ আঙুলের ছাপ অত্যন্ত জরুরী সনাক্তকরণ চিহ্ন। এইগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হলে নাগরিকরা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

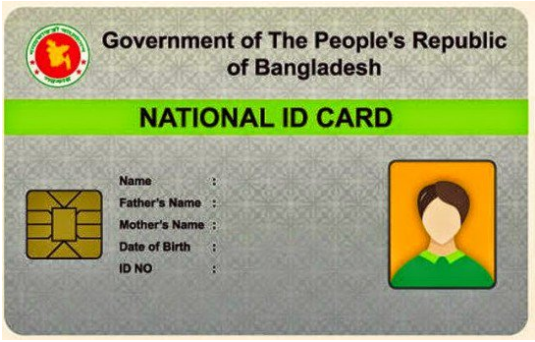

এনআইডি স্মার্ট কার্ড, ছবিঃ আমাদের সময়.কম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬

৪৬. পাসপোর্ট, বায়েমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন ও স্মার্ট আইডির নামে আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার পর তা সংরক্ষণ সঠিকভাবে না হলে জনগনের তথ্য অন্যের হাতে চলে গিয়ে বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। সবার আঙ্গুলের ছাপ ও তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত সরকারের কাছে সংরক্ষিত থাকায় তা অপব্যবহারেরও যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে। সাম্প্রতিক সময়ে কথিত 'চরমপন্থীদের' বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এবং যে কারও আঙ্গুলের ছাপ যে কোন সময় অপব্যবহারের আশংকা রয়েছে।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

৪৭. ভারত সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারে সমস্ত ক্ষেত্রে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছে। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে, পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে এবং বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে তার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে। এছাড়া রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের

[২৬] ডিএমপির সার্ভারে ভাড়াটিয়াদের ডাটা এন্ট্রি করছেন নীলক্ষেতের ব্যবসায়ীরা! (ভিডিও)/বাংলাট্রিবিউন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.banglatribune.com/others/news/144201/

[২৭] ২ অক্টোবর থেকে এনআইডি স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু/ আমাদের সময়.কম ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.amadershomoy.biz/unicode/2016/09/23/175115.htm#.WBG1x83X5Z4

প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ'র মানবাধিকার লংঘন

৪৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ৫ জন বাংলাদেশী ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে আহত হয়েছেন। এছাড়া বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।

৪৯. গত ২৮ অক্টোবর কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী সীমান্তের ৯৪৭ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমানা মেইন পিলারের কাছ দিয়ে দুই দেশের গরু ব্যবসায়ীরা গরু নিয়ে বাংলাদেশে আসার সময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ এর ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিতে আমিনুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী যুবক আহত হয়েছেন।[২৮]

সীমান্তের দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত

৫০. ভারত বাংলাদেশকে চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। এরপরও সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার বিষয়ে ভারতের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বাংলাদেশ সরকারও এতে অনুমতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএসএফের মহাপরিচালক কে কে শর্মা। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৪৩তম সম্মেলনে ভারতের পক্ষে এই সহযোগিতা চাওয়া হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশের দিকে ১৫০ গজের মধ্যে এক স্তরের এই কাঁটাতারের বেড়া দেবে বিএসএফ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে অবস্থানকারী মোট ২৫০টি ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য এই এক স্তরের কাঁটাতারের বেড়া দিতে আগ্রহী ভারত।[২৯]

৫১. আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অনুযায়ী সীমান্তের জিরো লাইনের ১৫০ গজের মধ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যায় না। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে বেড়া নির্মাণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অনুমোদন করেছে। এই ধরনের কর্মকান্ড বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পাবে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

৫২. বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই আজ মৃতপ্রায়। ভারত কর্তৃক গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পারের হাজার হাজার মানুষ আজ বিপদের সম্মুখীন। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকায় নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। এখন বাংলাদেশের জন্য যে বড় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, তাহলো আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। ভারতের এই আন্তঃনদী সংযোগ মহাপরিকল্পনা অনুসারে ছোট-বড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে।

---

[২৮] বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি আহত/প্রথম আলো ২৯ আক্টোবর ২০১৬/ http://epaper.prothom-alo.com/contents/2016/2016_10_29/content_zoom/2016_10_29_2_18_b.jpg/ এবং অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৯] বিএসএফের প্রস্তাবে বিজিবির সম্মতি, সীমান্তে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেবে ভারত/ প্রথম আলো ৫ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/international/article/994375/

ভারতের এই পরিকল্পনার মূল দিক হচ্ছে নদীগুলোর অববাহিকার উদ্বৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় যেখানে ঘাটতি রয়েছে, সেখানে স্থানান্তর করা। এর আওতায় আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা থেকে পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ভারতের খরাপ্রবণ এলাকা গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে। অনেকদিন ধরে বিষয়টি প্রস্তবনার আকারে থাকলেও সম্প্রতি ভারত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনবে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। পানির উৎস প্রধানত তিনটি: আন্তর্জাতিক নদীপ্রবাহ, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ পানি। এর মধ্যে নদীপ্রবাহের অবদান দুই তৃতীয়াংশের বেশী (৭৬.৫%)। বাকি দুইটির অবদান যথাক্রমে ২৩% ও ১.৫%। ভূগর্ভস্থ পানির ভান্ডারে নদীর অবদান বিশাল। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উভয় নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। এই দুই নদী দিয়ে বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে পানি আসে দেশের মোট পানিপ্রবাহের প্রায় ৮০ ভাগ, শুকনো মৌসুমে ৯০ ভাগেরও বেশী। ফলে বাংলাদেশে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ও বড় হয়ে দেখা দেবে।[৩০]

৫৩. ভারত সরকারের এই আগ্রাসী নীতির ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে *অধিকার*। *অধিকার* মনে করে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার বিষয়বস্তু গোপন করা হয়েছে এবং যা জাতীয় সংসদে আলোচনা ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির সুযোগ নিয়েই ভারত বর্তমানে বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। *অধিকার* অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তিগুলো বাতিলসহ বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হতাহত বন্ধ হওয়া ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির মুখে

৫৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বহু বছর ধরে পাশাপাশি একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করলেও বিগত কয়েক বছর ধরে অপরাজনীতির মাধ্যমে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। ফলে অতীতে যে সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ ছিল তা খুব দ্রুতই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার দায় এড়াতে পারেন না।

৫৫. সম্প্রতি ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের অবমাননামূলক একটি পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ১৫টি মন্দির এবং শতাধিক বাড়িঘর ও দোকানপাটের ওপর হামলা, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় গৌরমন্দিরের সেবায়েত সংকর সেন (২৮) গুরুতর আহত হন। পুলিশ এই ঘটনার জড়িত সন্দেহে ছয় ব্যক্তিকে আটক করেছে। স্থানীয়রা জানান, হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের

[৩০] ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প — ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ/ সাম্যবাদ তৃতীয় বর্ষ , ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর২০১৬/ http://spbm.org/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AA%E0%A7%8D-2/\

কৈবর্ত পাড়ার রসুরাজ দাস (৩০) পবিত্র কাবাঘরের ওপর শিব মূর্তির ছবি লাগিয়ে সম্প্রতি ফেসবুক পাতায় একটি পোস্ট দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এই নিয়ে এলাকার লোকজন রসুরাজকে গত ২৯ অক্টোবর আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। তবে রসুরাজের দাবি, তাঁর ফেসবুক পেজে ঢুকে অন্য কেউ ওই পোস্ট দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৯ অক্টোবর থেকে এলাকায় উত্তেজনা দেখা যায়। এই দিন বিকেলে এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতা-কর্মীরা উপজেলা সদর ও থানার সামনে বিক্ষোভ করে এবং সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায়। গত ৩০ অক্টোবর সকালে স্থানীয় ডিগ্রি কলেজ মোড়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক রিয়াজুল করিমের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় খেলার মাঠে খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে আলাদা আলাদাভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন, ওই দুই সমাবেশে অংশ নেয়া এলাকার অপরিচিত লোকজনই সমাবেশ শেষে পরিকল্পিতভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রিয়াজুল করিম বলেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় তাঁরা জড়িত না। তাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। তাঁদের সমাবেশে প্রশাসন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের লোকজনও উপস্থিত ছিল"।[৩১] এই বিষয়ে নাসিরনগর উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি আদেশ চন্দ্র দেব বলেন, "ফেসবুকে ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে ২৯ অক্টোবর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে দুটি ধর্মীয় সংগঠনকে সমাবেশ করার অনুমতি দেয় প্রশাসন"। হরিনবেড় গ্রামের বাসিন্দা স্বপন দাস, সজল দাস ও রতন দাস জানান, "হামলাকারীরা বয়সে তরুণ। কাউকে তারা চেনেন না। ২৯ অক্টোবর রাত থেকেই তারা জড়ো হচ্ছিল। কিন্তু কেউ তাদের বাধা দেয় নাই"। নাসিরনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এটিএম মনিরুজ্জামান সরকার বলেন, "৩০ অক্টোবর সকাল নয়টায় তিনি নিজে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ওসি কোনো সাড়া দেন নাই। পুলিশ চাইলে এই পরিস্থিতি সামাল দেয় যেতো। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সেটা করেনি"।[৩২] এই ঘটনায় নাসিরনগর থানায় ১০০০ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩৩]

নাসিনগরে মন্দির ও বাড়িঘর ভাংচুর, ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩১ অক্টোবর ২০১৬

[৩১] নাসিরনগরে ১৫ মন্দির ভাঙচুর/ প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1011401/ এবং ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার পোস্ট, নাসিরনগরে--মন্দির-বাড়ি-ভাংচুর/ যুগান্তর ৩১ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/news/2016/10/31/72534/

[৩২] প্রশাসনকেই দায়ী করছে সবাই/ প্রথম আলো ১ নভেম্বর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1011893/

[৩৩] ডেইলি স্টার ১ নভেম্বর ২০১৬

৫৬. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে অজ্ঞাত পরিচয় ব্রক্তিদের বিরুদ্ধে মামরা দায়েরের মাধ্যমে নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানি যাতে না করা হয়-সেই বিষয়েও *অধিকার* সতর্ক করে দিচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

৫৭. অক্টোবর মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৫৮. গত ১৬ অক্টোবর সকালে ঢাকা জেলার সাভার পৌর এলাকার সিআরপি রোডে ডানা বর্টনস গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে। পরে শ্রমিকরা কারখানা থেকে বের হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের শিমুলতলা এলাকা অবরোধ করে রাখেন। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক আহত হন।[৩৪]

৫৯. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে সঠিক সময়ে বেতন না দেয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬০. নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকায় বেশীরভাগ নারী তাঁদের ওপর সংঘটিত সহিংসতার বিচার পাচ্ছেন না।

ধর্ষণ

৬১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে মোট ৭২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৮ জন নারী, ৫২ জন মেয়ে শিশু এবং ২ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৮ জন নারীর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৫২ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সময়ে ১৭ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬২. গত ১৮ অক্টোবর দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার জমিরহাট গ্রামে একটি পাঁচ বছরের শিশু নিখোঁজ হয়। শিশুটির পরিবার সারাদিন খোঁজ করে তাঁর সন্ধান পায়নি। পরের দিন ১৯ অক্টোবর ভোরে শিশুটিকে তাঁর বাড়ির কাছে একটি হলুদ ক্ষেতে ধর্ষণের পর গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

[৩৪] সাভারে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ: আহত ২০/ যুগান্তর ১৭ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/second-edition/2016/10/17/68946/

এই ঘটনায় পুলিশ গত ২৪ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৩৫]

৬৩. লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিশু ধর্ষণের ঘটনা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। শুধু অক্টোবর মাসেই পূর্নবয়স্ক নারীর তুলনায় মেয়ে শিশু ধর্ষিত হয়েছে ৪ গুণ বেশী।

যৌতুক সহিংসতা

৬৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৬৫. গত ২৪ অক্টোবর নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুতামারা গ্রামের এক বাড়ি থেকে যৌতুক সহিংসতার শিকার গৃহবধু পারভীন আক্তার (২০) ও তাঁর এক বছরের কন্যা শিশুকে অভুক্ত অবস্থায় পাঁচদিন পর উদ্ধার করা হয়। পারভীন আক্তারের মা কবিতা বেগম বলেন, ২০১৪ সালে একই গ্রামের রোকনুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়। বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী পারভীনের পরিবার বিয়ের সময় দুই লক্ষ টাকা, একটি ফ্রিজ, একটি খাট, একটি স্টিলের আলমারী এবং একটি গাভী যৌতুক হিসেবে দেয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই রোকনুজ্জামান ব্যবসা করার জন্য এক লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু পারভীন টাকা দিতে অস্বীকৃত জানালে রোকনুজ্জামান ও তার পরিবারের সদস্যরা তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন করে। এরপর গত ২০ অক্টোবর থেকে পাঁচদিন পারভীনকে তাঁর এক বছরের কন্যা শিশুসহ অভুক্ত অবস্থায় আটকিয়ে রাখা হয়।[৩৬]

যৌন হয়রানি

৬৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে মোট ৩০ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন নিহত, ৮ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত, ২ জন অপহৃত ও ১৫ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন পুরুষ বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৬৭. ঢাকার মীরপুর বিসিআইসি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী যমজ দুই বোন গত ১৯ অক্টোবর কলেজের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় কলেজের গেইটের কাছে দোকানে বসা জীবন করিম বাবু ও তার সহযোগী কয়েকজন যুবক তাঁদের উদ্দেশ্যে নানান রকম অশালীন উক্তি করতে থাকে। এর প্রতিবাদ করায় যুবকরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তাঁদের আহত করে। দুবৃত্তদের হামলায় দুই বোনের একজনের এক পা ভেঙ্গে যায়। আহত অবস্থায় দুই বোনকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় শাহআলী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ লুৎফর রহমান নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।[৩৭]

---

[৩৫] ধর্ষণের শিকার শিশু ঢাকা মেডিকেলে, শিশুটিকে দেখে আঁতকে উঠলেন চিকিৎসকেরাও/ প্রথম আলো ২৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1007605/

[৩৬] In-laws' brutality for dowry /দি ডেইলি স্টার, ২৫ আক্টোবর ২০১৬/ http://www.thedailystar.net/country/laws-brutality-dowry-1304005

[৩৭] যমজ দু'বোনকে পিটিয়ে পা ভেঙে দিল বখাটেরা/ যুগান্তর ২০ অক্টোবর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/10/20/69539/

অধিকার এর কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৮. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর চরম হয়রানি করছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য আড়াই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

সুপারিশসমূহ

১. মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যেগ নিতে হবে।

২. সরকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভি'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৪. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে। বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬ এর যে সকল ধারা মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করবে তা বাতিল করতে হবে।

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৭. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তোলার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের মানবাধিকার লংঘন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ দিয়ে তাঁদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মানাধীন সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল করতে ভারতকে চাপ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর অবৈধভাবে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো বন্ধ বা খুলে দেয়া চলবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে ভারতের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

১০. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় দেয়া এবং সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।